বিশ্ব এইডস দিবসে জাতিসংঘ মহাসচিব কফি আনানের বাণী

১ ডিসেম্বর ২০০৬

২৫ বছর আগে যখন প্রথম এইডস রোগীর খবর জানা গেল তারপর থেকে এইডস আমাদের পৃথিবীকে বদলে দিয়েছে। এ রোগে ২ কোটি ৫০ লক্ষ মানুষ মারা গেছে এবং আরো ৪ কোটি মানুষ এতে আক্রান্ত হয়েছে। এইডস বিশ্বের ১৫ থেকে ৫৯ বছর বয়স্ক নারী ও পুরুষদের মৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণে পরিণত হয়েছে। এটি মানব জাতির উন্নয়নের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় বিপর্যয় বয়ে এনেছে। অন্য কথায়, এটি আমাদের প্রজন্মের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জে পরিণত হয়েছে।

বহুদিন যাবৎ বিশ্ব একে অস্বীকার করেছে। কিন্তু, গত ১০ বছরে মনোভাবে পরিবর্তন এসেছে। বর্তমানে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এইডসকে যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করেছে এবং এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করেছে।

বর্তমানে যে অর্থনৈতিক সম্পদ প্রদানের অঙ্গীকার করা হয়েছে পুর্বে তা আর কখনই করা হয়নি। পূর্বের যে কোন সময়ের তুলনায় এখন অধিক সংখ্যক মানুষ এন্টিরেট্রোভাইরাল চিকিৎসা পাচ্ছে। এবং বর্তমানে বেশ কিছু দেশ যেভাবে এ রোগের বিস্তার প্রতিরোধে সক্ষম হয়েছে তা আর কখনই দেখা যায় নি। যেহেতু বর্তমানে এ রোগ অপ্রতিরোধ্য গতিতে ছড়িয়ে পড়ছে, তাতে পুর্বের যে কোন সময়ের তুলনায় আমাদের অধিকতর রাজনৈতিক স্বদিচ্ছা প্রদর্শন করা প্রয়োজন।

এক দশক পুর্বে ইউএনএইডস প্রতিষ্ঠা করা হয়। জাতিসংঘ পরিবারের বিভিন্ন অংশের শক্তি ও সম্পদকে একত্রিত করতে এটি করা হয়। এইডসের প্রতি বিশ্বের মনোভাবে পরিবর্তন আনতে ইউএনএইডস প্রতিষ্ঠা ছিল এক গুরুত্বপুর্ণ পদক্ষেপ। এবং পাঁচ বছর পুর্বে জাতিসংঘের সকল সদস্যরাষ্ট্র 'অঙ্গীকারের ঘোষণা' প্রণয়নের মাধ্যমে আরেকটি নতুন মাইলফলক প্রতিষ্ঠা করে। এতে এ মহামারির প্রতিরোধে বেশ কিছু সংখ্যক সুনির্দিষ্ট, সুদুরপ্রসারী এবং সময় নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

একই বছর এইচআইভি/এইডসকে ব্যক্তিগতভাবে আমি আমার কাজের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিতে শুরু করি এবং অতিরিক্ত সাতশ থেকে এক হাজার কোটি ডলারের একটি "আপদকালীন-তহবিল" গঠনের আহ্বান জানাই। আজ আমি এইডস, যক্ষা ও ম্যালেরিয়া প্রতিরোধে আন্তর্জাতিক তহবিল-এর পৃষ্ঠপোষক হতে পেরে অত্যন্ত গর্বিত বোধ করি। এ তহবিল থেকে সারা বিশ্বের বিভিন্ন কর্মসুচিতে প্রায় ৩০০ কোটি ডলারের সমপরিমাণ অর্থ সাহায্য প্রদান করা হয়েছে।

সম্প্রতি আমরা দ্বিপাক্ষিক দাতা, জাতীয় কোষাগার, সুশীল সমাজ ও অন্যান্য উৎস থেকে উলে-খযোগ্য পরিমাণ অতিরিক্ত তহবিল পাচ্ছি। নিম্ন বা মধ্যম আয়ের দেশগুলো এইডস প্রতিরোধে প্রতি বছর বর্তমানে প্রায় আশি কোটি ডলার বা তার চেয়েও বেশি অর্থ বিনিয়োগ করে। যদিও আরো অনেক বেশি অর্থের প্রয়োজন; ২০১০ সাল নাগাদ সামগ্রিকভাবে এইডস প্রতিরোধের জন্য প্রতি বছর ২০ হাজার কোটিরও অধিক অর্থের প্রয়োজন হবে।

যেহেতু আমাদের প্রতিরোধের সংগ্রাম এখন প্রকৃত গতি পেতে শুরু করেছে, তাই পুর্বের যে কোন সময়ের তুলনায় আমাদের ঝুঁকিও অনেক বেশি। যে অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে তাকে আমরা নষ্ট হতে দিতে পারি না। এত মানুষের বীরত্বপুর্ণ প্রচেষ্টাকে আমরা ব্যর্থ হতে দিতে পারি না। এখন আমাদের সামনে চ্যালেঞ্জ হল, সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যসহ সমস্ত অঙ্গীকারগুলো বাস্তবায়ন করা। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যে বিশ্বের সব দেশের সরকার ২০১৫ সাল নাগাদ এইডস্-এর বিস্তার বন্ধ ও এর গতিকে বিপরীতমুখী করাতে শুরু করার বিষয়ে ঐক্যমতে পৌঁছেছেন। সকল পর্যায়ের নেতৃবৃন্দকে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে এইডস্-এর বিস্তার বন্ধ অন্যান্য লক্ষ্যগুলো অর্জনের পুর্বশর্ত। ২১ শতকে আরো উন্নত পৃথিবী গড়ার জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় যে নীল নকশা অনুমোদন করে এ লক্ষ্যগুলো তারই অন্তর্ভুক্ত। নেতৃবৃন্দ অবশ্যই নিজেদের দায়বদ্ধ মনে করবেন এবং আমাদের উচিত তাদের নিকট থেকে জবাবদিহিতা আদায় করা।

এ বছরের বিশ্ব এইডস্ দিবসের মুল প্রতিপাদ্য হচ্ছে দায়বদ্ধতা। প্রত্যেক প্রেসিডেন্ট এবং প্রধানমন্ত্রী, সংসদ সদস্য ও রাজনীতিবিদকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে ও ঘোষণা করতে হবে "এইডস্-কে আমি প্রতিরোধ করব"। এজন্য তাদেরকে সকল বিপন্ন গোষ্ঠীগুলোর জন্য প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে হবে। এদের মধ্যে রয়েছে এইডসে্ আক্রান্ত মানুষ, তরুণ সম্প্রদায়, যৌনকর্মী, ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে মাদক গ্রহণকারী, এবং সমকামী। এজন্য তাদেরকে সুশীল সমাজের গোষ্ঠীগুলোর সাথে হাতে হাত রেখে কাজ করতে হবে। কেননা তারা

এ সংগ্রামে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এ জন্য তাদেরকে প্রকৃত ও ইতিবাচক পরিবর্তন আনার জন্য কাজ করতে হবে যা নারী ও মেয়ে শিশুর ক্ষমতা ও আত্মবিশ্বাসকে আরো বাড়িয়ে দেবে এবং সমাজের সকল স্তরে নারী ও পুরুষের মধ্যকার সম্পর্কের রূপান্তর ঘটাবে।

কিন্তু দায়বদ্ধতা কেবল তাদের ওপরই বর্তায় না যারা ক্ষমতাবান, এটি আমাদের সকলের ওপর বর্তায়। এর জন্য ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দকে তাদের কার্যক্ষেত্রে ও বৃহত্তর সম্প্রদায়ে এইচআইভি প্রতিরোধের জন্য কাজ করে যেতে হবে এবং আক্রান্ত কর্মী ও তাদের পরিবারবর্গের দেখাশোনা করতে হবে। এজন্য স্বাস্থ্যকর্মী, সমাজের নেতা ও ধর্ম-ভিত্তিক গোষ্ঠীগুলোকে উচিত-অনুচিতের বিচারে না গিয়ে এইডস্ রোগীদের কথা শুনতে হবে ও তাদের যত্ন নিতে হবে। এর জন্য বাবা, স্বামী, পুত্র ও ভাইকে নারী অধিকারের প্রতি দৃঢ় সমর্থন দান করতে হবে। এ জন্য শিক্ষক-শিক্ষিকাকে মেয়ে শিশুদের স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষা লালনে সাহায্য করতে হবে। এর জন্য একজন পুরুষ অন্য আরেকজন পুরুষকে তার দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হতে সাহায্য করবে; এবং এটি অনুধাবনে সাহায্য করবে যে, পৌরষত্বের প্রকৃত অর্থ হল অন্যান্যদের বিপদ থেকে রক্ষা করা। এর জন্য আমাদের সবাইকে এইডস্-কে অন্ধকার থেকে আলোতে আনতে সাহায্য করতে হবে এবং এ বার্তা সকলের কাছে পৌঁছে দিতে হবে যে নিরবতা মৃত্যু ডেকে আনে।

শীঘ্রই আমি জাতিসংঘ মহাসচিবের পদ থেকে অব্যাহতি নেব। কিন্তু যতদিন আমার বল থাকবে এ বাণী আমি প্রচার করে যাব। এ জন্য বিশ্ব এইডস্ দিবস সব সময়ই আমার কাছে এক বিশেষ দিন। আজ বিশ্ব এইডস্ দিবসে কেবল এই দিন, এই বছর, বা পরবর্তী বছরের জন্য নয়, যতদিন পর্যন্ত না আমরা এ মহামারিকে জয় করতে পারছি- তার আগ পর্যন্ত প্রতিদিন আসুন আমরা আমাদের অঙ্গীকার রক্ষার প্রতিজ্ঞা করি।

** ** **